

পঞ্চদশ অধ্যায়

বলি মহারাজের স্বর্গলোক জয়

এই অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে কিভাবে বিশ্বজিৎ-যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার পর বলি রথ এবং বিবিধ প্রকার যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম প্রাপ্ত হয়ে স্বর্গলোক আক্রমণ করেছিলেন। দেবতারা তাঁর ভয়ে ভীত হয়ে, তাঁদের গুরুর নির্দেশ অনুসারে স্বর্গলোক ত্যাগ করে পলায়ন করেন।

মহারাজ পরীক্ষিৎ জানতে চেয়েছিলেন, ভগবান বামনদেব কিভাবে ত্রিপাদ ভূমি ভিক্ষা করার অছিলায় বলি মহারাজের কাছ থেকে সব কিছু নিয়ে নেন এবং তাঁকে বন্দি করেন। শ্রীল শুকদেব গোস্বামী সেই প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন—অষ্টম স্কন্ধের একাদশ অধ্যায়ে বর্ণিত দেবতা এবং অসুরদের যুদ্ধে, বলি মহারাজ পরাজিত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছিলেন, কিন্তু শুক্রাচার্যের কৃপায় তিনি পুনর্জীবন লাভ করেন। তখন তিনি তাঁর গুরুদেব শুক্রাচার্যের সেবায় যুক্ত হন। ভার্গব তাঁর প্রতি প্রসন্ন হয়ে তাঁর দ্বারা বিশ্বজিৎ-যজ্ঞ সম্পাদন করেন। সেই যজ্ঞ সম্পন্ন হলে যজ্ঞাগ্নি থেকে রথ, অশ্ব, ধ্বজা, ধনুক, বর্ম এবং দুটি বাণপূর্ণ তুণীর উত্তিত হয়। বলি মহারাজের পিতামহ প্রহ্লাদ মহারাজ বলিকে এক অম্লান পুষ্পমাল্য প্রদান করেন, এবং শুক্রাচার্য তাঁকে একটি শঙ্খ দান করেন। প্রহ্লাদ, ব্রাহ্মণ এবং গুরুদেব শুক্রাচার্যকে প্রণতি নিবেদন করে, বলি মহারাজ রণসাজে সজ্জিত হয়ে ইন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য সৈন্য সহ ইন্দ্রপুরীতে গমন করেন। তিনি তাঁর শঙ্খ বাজিয়ে ইন্দ্রলোকের বহির্ভাগ আক্রমণ করেন। বলি মহারাজের শক্তি দর্শন করে ইন্দ্র তাঁর গুরু বৃহস্পতির কাছে গিয়ে বলির পরাক্রম বর্ণনা করে তাঁর কর্তব্য সম্বন্ধে তাঁর অভিমত জানতে চান। বৃহস্পতি তখন দেবতাদের বলেন যে, বলি ব্রাহ্মণবলে বলীয়ান হওয়ায় দেবতারা যুদ্ধে তাঁকে পরাস্ত করতে পারবেন না। তাঁদের একমাত্র ভরসা হচ্ছে ভগবানের কৃপা লাভ করা। প্রকৃতপক্ষে, তা ছাড়া আর কোন গত্যন্তর নেই। বৃহস্পতি তখন তাঁদের স্বর্গলোক ত্যাগ করে অন্য কোথাও গিয়ে নিজেদের অদৃশ্য রাখতে উপদেশ দিয়েছিলেন। দেবতারা তাঁর সেই নির্দেশ পালন করেছিলেন,

এবং বলি মহারাজ তাঁর পার্শ্বদগণ সহ ইন্দ্রলোক লাভ করেছিলেন। ভৃগু মুনির বংশধরগণ তাঁদের শিষ্য বলি মহারাজের প্রতি অত্যন্ত প্রীত হয়ে, তাঁকে দিয়ে শত অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়েছিলেন। এইভাবে বলি স্বর্গলোকের ঐশ্বর্য ভোগ করেছিলেন।

শ্লোক ১-২

শ্রীরাজোবাচ

বলেঃ পদত্রয়ং ভূমেঃ কস্মাদ্ধরিরযাচত ।

ভূত্বেশ্বরঃ কৃপণবল্লকার্থোহপি ববন্ধ তম্ ॥ ১ ॥

এতদ্ বেদিতুমিচ্ছামো মহৎ কৌতূহলং হি নঃ ।

যাজ্ঞেশ্বরস্য পূর্ণস্য বন্ধনং চাপ্যনাগসঃ ॥ ২ ॥

শ্রী-রাজা উবাচ—রাজা বললেন; বলেঃ—বলি মহারাজের; পদ-ত্রয়ম্—ত্রিপাদ; ভূমেঃ—ভূমি; কস্মাৎ—কেন; হরিঃ—ভগবান (বামনরূপে); অযাচত—ভিক্ষা করেছিলেন; ভূত্ব-ঈশ্বরঃ—সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর; কৃপণ-বৎ—দরিদ্র ব্যক্তির মতো; লব্ধ-অর্থঃ—তিনি উপহার প্রাপ্ত হয়েছিলেন; অপি—যদিও; ববন্ধ—বন্ধন করেছিলেন; তম্—তাঁকে (বলি মহারাজকে); এতৎ—এই সমস্ত; বেদিতুম্—জানবার জন্য; ইচ্ছামঃ—আমরা বাসনা করি; মহৎ—অত্যন্ত; কৌতূহলম্—ঔৎসুক্য; হি—বস্তুতপক্ষে; নঃ—আমাদের; যাজ্ঞা—ভিক্ষা করে; ঈশ্বরস্য—ভগবানের; পূর্ণস্য—যিনি সর্বতোভাবে পূর্ণ; বন্ধনম্—বন্ধন করে; চ—ও; অপি—যদিও; অনাগসঃ—নিরপরাধ।

অনুবাদ

মহারাজ পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করলেন—ভগবান সব কিছুর অধীশ্বর হওয়া সত্ত্বেও কেন এক দরিদ্র ব্যক্তির মতো বলি মহারাজের কাছে ত্রিপাদ ভূমি ভিক্ষা করেছিলেন, এবং সেই প্রার্থিত বস্তু প্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও কেন তিনি বলি মহারাজকে বন্ধন করেছিলেন? সেই আপাতবিরোধী আচরণের রহস্য জানতে আমার অত্যন্ত কৌতূহল হয়েছে।

শ্লোক ৩

শ্রীশুক উবাচ

পরাজিতশ্রীরসুভিষচ হাপিতো

হীদ্রেণ রাজন্ ভৃগুভিঃ স জীবিতঃ ।

সর্বাঅনা তানভজদ্ ভৃগুন্ বলিঃ

শিষ্যো মহাত্মার্থনিবেদনেন ॥ ৩ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; পরাজিত—পরাজিত হয়ে; শ্রীঃ—ঐশ্বর্য; অসুভিঃ চ—প্রাণেরও; হাপিতঃ—বঞ্চিত হয়ে; হি—বস্তুতপক্ষে; হীদ্রেণ—দেবরাজ হীদ্রের দ্বারা; রাজন্—হে রাজন্; ভৃগুভিঃ—ভৃগু মুনির বংশধরদের দ্বারা; সঃ—তিনি (বলি মহারাজ); জীবিতঃ—পুনর্জীবিত হয়ে; সর্ব-আঅনা—সম্পূর্ণরূপে শরণাগত হয়ে; তান্—তাদের; অভজৎ—ভজনা করেছিলেন; ভৃগুন্—ভৃগু মুনির বংশধরদের; বলিঃ—বলি মহারাজ; শিষ্যঃ—শিষ্য; মহাত্মা—মহাত্মা; অর্থ-নিবেদনেন—সব কিছু তাঁদের সমর্পণ করে।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে রাজন্, বলি মহারাজ যখন যুদ্ধে তাঁর সমস্ত ঐশ্বর্য এবং প্রাণ হারিয়েছিলেন, তখন ভৃগুমুনির বংশধর শুক্রাচার্য তাঁকে পুনর্জীবিত করেছিলেন। সেই জন্য মহাত্মা বলি মহারাজ শুক্রাচার্যের শিষ্যত্ব বরণ করে দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে, তাঁর সব কিছু তাঁকে নিবেদন করে তাঁকে সেবা করতে শুরু করেছিলেন।

শ্লোক ৪

তং ব্রাহ্মণা ভৃগবঃ প্রীয়মাণা

অযাজয়ন্ বিশ্বজিতা ত্রিণাকম্ ।

জিগীষমাণং বিধিনাভিষিচ্য

মহাভিষেকেন মহানুভাবাঃ ॥ ৪ ॥

তম্—তাঁকে (বলি মহারাজকে); ব্রাহ্মণাঃ—সমস্ত ব্রাহ্মণগণ; ভৃগবঃ—ভৃগু মুনির বংশধরগণ; প্রীয়মাণাঃ—অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে; অযাজয়ন্—যজ্ঞ অনুষ্ঠানে তাঁকে নিযুক্ত করেছিলেন; বিশ্বজিতা—বিশ্বজিৎ নামক; ত্রি-নাকম্—স্বর্গলোক; জিগীষমাণম্—জয়

করার বাসনায়; বিধিনা—বিধিপূর্বক; অভিষিচ্য—অভিষিক্ত করে; মহা-
অভিষেকের—মহা অভিষেকের দ্বারা; মহা-অনুভাষাঃ—সেই মহান ব্রাহ্মণগণ।

অনুবাদ

ভৃগু মুনির বংশধর ব্রাহ্মণেরা ইন্দ্রলোক জয়ের অভিলাষী বলি মহারাজের প্রতি
অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন। তাই, তাঁরা বলি মহারাজকে মহা অভিষেকের দ্বারা
যথাবিধি অভিষিক্ত করে বিশ্বজিৎ-যজ্ঞ অনুষ্ঠানে নিযুক্ত করেছিলেন।

শ্লোক ৫

ততো রথঃ কাঞ্চনপট্টনদ্ধো

হয়াশ্চ হর্যশ্বতুরঙ্গবর্ণাঃ ।

ধ্বজশ্চ সিংহেন বিরাজমানো

হুতাশনাদাস হবির্ভিরিষ্টাৎ ॥ ৫ ॥

ততঃ—তারপর; রথঃ—রথ; কাঞ্চন—স্বর্ণনির্মিত; পট্ট—রেশমের বস্ত্র; নদ্ধঃ—
আচ্ছাদিত; হয়াঃ চ—অশ্বও; হর্যশ্ব-তুরঙ্গ-বর্ণাঃ—ইন্দ্রের অশ্বের মতো পীতবর্ণ;
ধ্বজঃ চ—একটি পতাকাও; সিংহেন—সিংহ চিহ্নিত; বিরাজমানঃ—বর্তমান; হুত-
অশনাৎ—প্রজ্বলিত অগ্নি থেকে; আস—ছিল; হবির্ভিঃ—ঘৃত আহুতির দ্বারা;
ইষ্টাৎ—পূজিত।

অনুবাদ

যজ্ঞাগ্নিতে যখন ঘৃত আহুতি দেওয়া হয়েছিল, তখন সেই অগ্নি থেকে স্বর্ণময়
ও রেশমী বস্ত্রে আচ্ছাদিত একটি রথ, ইন্দ্রের অশ্বের মতো পীতবর্ণ কতকগুলি
অশ্ব, এবং সিংহ চিহ্নিত একটি ধ্বজা উদ্ভিত হয়েছিল।

শ্লোক ৬

ধনুশ্চ দিব্যং পুরটোপনদ্ধং

তুণাবরিক্তৌ কবচং চ দিব্যম্ ।

পিতামহস্তস্য দদৌ চ মালা-

মল্লানপুষ্পাং জলজং চ শুক্রঃ ॥ ৬ ॥

ধনুঃ—ধনুক; চ—ও; দিব্যম্—অসাধারণ; পুরট-উপনদ্ধম্—স্বর্ণমণ্ডিত; তুণৌ—দুটি
তুণীর; অরিক্তৌ—অচ্যুত; কবচম্ চ—এবং বর্ম; দিব্যম্—দিবা; পিতামহঃ তস্য—

তঁার পিতামহ প্রহ্লাদ মহারাজ; দদৌ—দিয়েছিলেন; চ—এবং; মালাম্—একটি মালা; অন্নান-পুষ্পাম্—যে ফুল কখনও ন্নান হয় না তার দ্বারা; জলজম্—শঙ্খ (জলে যার জন্ম); চ—ও; শুক্রঃ—শুক্রাচার্য।

অনুবাদ

স্বর্ণখচিত একটি ধনুক, দুটি অক্ষয় তুণীর, এবং দিব্য কবচও আবির্ভূত হয়েছিল। বলি মহারাজের পিতামহ প্রহ্লাদ মহারাজ বলিকে এমন একটি পুষ্পের মালা দিয়েছিলেন, যা কখনও ন্নান হয় না। শুক্রাচার্য তাঁকে একটি শঙ্খ দান করেছিলেন।

শ্লোক ৭

এবং স বিপ্রার্জিতযোধনার্থ-

তৈঃ কল্লিতস্বস্ত্যয়নোহথ বিপ্রান্ ।

প্রদক্ষিণীকৃত্য কৃতপ্রণামঃ

প্রহ্লাদমামন্ত্য নমচ্চকার ॥ ৭ ॥

এবম্—এইভাবে; সঃ—তিনি (বলি মহারাজ); বিপ্র-অর্জিত—ব্রাহ্মণদের কৃপায় লব্ধ; যোধন-অর্থঃ—যুদ্ধের সাজসামগ্রী লাভ করে; তৈঃ—তাঁদের দ্বারা (ব্রাহ্মণদের দ্বারা); কল্লিত—উপদেশ; স্বস্ত্যয়নঃ—বৈদিক অনুষ্ঠান; অথ—যেমন; বিপ্রান্—সমস্ত ব্রাহ্মণগণ (শুক্রাচার্য এবং অন্যেরা); প্রদক্ষিণী-কৃত্য—প্রদক্ষিণ করে; কৃত-প্রণামঃ—প্রণতি নিবেদন করে; প্রহ্লাদম্—প্রহ্লাদ মহারাজকে; আমন্ত্য—সম্বোধন করে; নমঃ-চকার—তাঁকে প্রণতি নিবেদন করেছিলেন।

অনুবাদ

বলি মহারাজ এইভাবে ব্রাহ্মণদের উপদেশ অনুসারে সেই বিশেষ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেছিলেন, এবং তাঁদের কৃপায় যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তারপর তিনি তাঁদের প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করে পিতামহ প্রহ্লাদ মহারাজকে সম্ভাষণপূর্বক প্রণাম করেছিলেন।

শ্লোক ৮-৯

অথারুহ্য রথং দিব্যং ভৃগুদত্তং মহারথঃ ।

সুসংকরোহথ সন্নহ্য ধর্মী খড়্গী ধৃতেশুধিঃ ॥ ৮ ॥

হেমাস্দলসদ্বাহঃ স্ফুরন্মকরকুণ্ডলঃ ।

ররাজ রথমারুড়ো ধিম্যস্থ ইব হব্যবাট ॥ ৯ ॥

অথ—তারপর; আরুহ্য—আরোহণ করে; রথম্—রথে; দিব্যম্—দিব্য; ভৃগু-দত্তম্—
শুক্ৰাচার্য কর্তৃক প্রদত্ত; মহারথঃ—মহারথী বলি মহারাজ; সুশ্ৰব্ধঃ—সুন্দর মালায়
ভূষিত; অথ—এইভাবে; সন্নহ্য—বর্মের দ্বারা তাঁর দেহ আচ্ছাদিত করে; ধন্বী—
ধনুক ধারণ করে; খড়্গী—খড়্গ ধারণ করে; ধৃত-ইমুধিঃ—তৃণীর ধারণ করে; হেম-
অঙ্গদ-লসৎ-বাহুঃ—স্বর্ণবলয় সুশোভিত বাহু; স্ফুরৎ-মকর-কুণ্ডলঃ—মরকত মণির
উজ্জ্বল কুণ্ডলে শোভিত; ররাজ—উজ্জ্বলভাবে শোভা পাচ্ছিল; রথম্ আরুড়ঃ—
রথে আরোহণ করে; ধিম্য-স্থঃ—যজ্ঞবেদিতে স্থিত হয়ে; ইব—সদৃশ; হব্য-বাট—
পূজ্য অগ্নি।

অনুবাদ

তারপর বলি মহারাজ শুক্ৰাচার্য প্রদত্ত দিব্য রথে আরোহণপূর্বক, সুন্দর মালায়
ভূষিত হয়ে, কবচের দ্বারা তাঁর দেহ আচ্ছাদিত করে ধনুক, খড়্গা, তৃণ ধারণ
করেছিলেন। স্বর্ণবলয় এবং মরকত মণির কুণ্ডলে শোভিত হয়ে তিনি যখন
রথে উপবেশন করেছিলেন, তখন তিনি আহুতীয় অগ্নির মতো শোভা পাচ্ছিলেন।

শ্লোক ১০-১১

তুল্যৈশ্বর্যবলশ্রীভিঃ স্বযুথৈর্দৈত্যযুথৈপৈঃ ।

পিবন্তিরিব খং দৃগ্ভির্দহন্তিঃ পরিধীনিব ॥ ১০ ॥

বৃত্তো বিকর্ষন্ মহতীমাসুরীং ধ্বজিনীং বিভুঃ ॥

যযাবিন্দ্রপুরীং স্বদ্ধাং কম্পয়ন্নিব রোদসী ॥ ১১ ॥

তুল্য-ঐশ্বর্য—সমান ঐশ্বর্য; বল—বল; শ্রীভিঃ—এবং সৌন্দর্য; স্ব-যুথৈঃ—তাঁর
আপনজনদের দ্বারা; দৈত্য-যুথৈপৈঃ—এবং দৈত্য যুথপতিদের দ্বারা; পিবন্তিঃ—পান
করে; ইব—যেন; খম্—আকাশ; দৃগ্ভিঃ—দৃষ্টির দ্বারা; দহন্তিঃ—দহন করছিল;
পরিধীন—সর্বদিক; ইব—যেন; বৃত্তঃ—পরিবেষ্টিত; বিকর্ষন্—আকর্ষণীয়; মহতীম্—
অত্যন্ত মহান; আসুরীম্—আসুরিক; ধ্বজিনীম্—সৈন্য; বিভুঃ—পরম শক্তিমান;
যযৌ—গিয়েছিলেন; ইন্দ্র-পুরীম্—দেবরাজ ইন্দের রাজধানীতে; সু-স্বদ্ধাম্—অত্যন্ত
ঐশ্বর্যমণ্ডিত; কম্পয়ন্—কম্পিত করে; ইব—যেন; রোদসী—সারা পৃথিবী।

অনুবাদ

তিনি যখন বল, ঐশ্বর্য ও সৌন্দর্যে তাঁরই সমান তাঁর সৈন্য এবং দৈত্য যুগপতিদের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন, তখন মনে হয়েছিল যেন তারা আকাশকে গ্রাস করছিল এবং দৃষ্টির দ্বারা দিকসমূহ দগ্ধ করছিল। এইভাবে অসুর সৈন্যদের সমবেত করে বলি মহারাজ পৃথিবী কম্পিত করতে করতে সমৃদ্ধিশালী ইন্দ্রপুরীতে প্রস্থান করেছিলেন।

শ্লোক ১২

রম্যামুপবনোদ্যানৈঃ শ্রীমদ্ভিনন্দনাদিভিঃ ।

কূজদ্বিহঙ্গমিথুনৈর্গায়ন্তমধুব্রতৈঃ ।

প্রবালফলপুষ্পোরুভারশাখামরদ্রুমৈঃ ॥ ১২ ॥

রম্যাম্—অত্যন্ত মনোরম; উপবন—উপবন; উদ্যানৈঃ—উদ্যান; শ্রীমদ্ভিঃ—অত্যন্ত সুন্দর দর্শন; নন্দন-আদিভিঃ—নন্দনকানন আদি; কূজঃ—কূজিত; বিহঙ্গ—পক্ষী; মিথুনৈঃ—যুগল; গায়ন্ত—গান করে; মন্ত—উন্মত্ত; মধুব্রতৈঃ—মধুকর; প্রবাল—পল্লবের; ফল-পুষ্প—ফল এবং ফুল; উরু—অত্যন্ত; ভার—ভার; শাখা—শাখা; অমর-দ্রুমৈঃ—স্বর্গীয় বৃক্ষের দ্বারা।

অনুবাদ

সেই ইন্দ্রপুরী পত্র, পুষ্প ও ফলের গুরুভারে অবনত দেববৃক্ষসমূহে পূর্ণ নন্দনকাননের মতো অতীব মনোরম উপবন এবং উদ্যানের দ্বারা অত্যন্ত রমণীয়। সেই সমস্ত উদ্যানগুলি কূজন-পরায়ণ বিহঙ্গ-মিথুন এবং গুঞ্জনরত ভ্রমরে পূর্ণ। সেই পরিবেশ ছিল সম্পূর্ণরূপে স্বর্গীয়।

শ্লোক ১৩

হংসসারসচক্রাহুকারগুবকুলাকুলাঃ ।

নলিন্যো যত্র ক্রীড়ন্তি প্রমদাঃ সুরসেবিতাঃ ॥ ১৩ ॥

হংস—হংস; সারস—সারস; চক্রাহু—চক্রবাক; কারগুব—এবং জলকুক্কট; কুল—সমূহের দ্বারা; আকুলাঃ—সমাকীর্ণ; নলিন্যঃ—পদ্মফুল; যত্র—যেখানে; ক্রীড়ন্তি—খেলা করেন; প্রমদাঃ—সুন্দরী রমণীগণ; সুর-সেবিতাঃ—দেবতাদের দ্বারা রক্ষিত।

অনুবাদ

হংস, সারস, চক্রবাক, কারণ্ডবসমূহে সমাকীর্ণ পদ্মসরোবর সমন্বিত সেই সমস্ত উদ্যানে দেবতাদের দ্বারা রক্ষিতা সুন্দরী রমণীরা খেলা করেন।

শ্লোক ১৪

আকাশগঙ্গয়া দেব্যা বৃতাং পরিখভূতয়া ।

প্রাকারেণাগ্নিবর্ণেন সাট্টালেনোন্নতেন চ ॥ ১৪ ॥

আকাশ-গঙ্গয়া—আকাশগঙ্গার দ্বারা; দেব্যা—সদা পূজনীয়া দেবী; বৃতাং—পরিবৃত্ত; পরিখ-ভূতয়া—পরিখার মতো; প্রাকারেণ—প্রাচীরের দ্বারা; অগ্নি-বর্ণেন—অগ্নির মতো; স-অট্টালেন—যুদ্ধস্থান সহ; উন্নতেন—অতি উচ্চ; চ—এবং।

অনুবাদ

সেই পুরী পরিখাস্বরূপ আকাশগঙ্গার দ্বারা এবং অগ্নিবর্ণ উচ্চ প্রাচীরের দ্বারা পরিবেষ্টিত। সেই প্রাচীরের উপর যুদ্ধস্থানসমূহ বিরচিত ছিল।

শ্লোক ১৫

রুক্ষপট্টকপাটেশ্চ দ্বারৈঃ স্ফটিকগোপুরৈঃ ।

জুষ্টাং বিভক্তপ্রপথাং বিশ্বকর্মবিনির্মিতাম্ ॥ ১৫ ॥

রুক্ষ-পট্ট—স্বর্ণপট্ট সমন্বিত; কপাটৈঃ—যার কপাট; চ—এবং; দ্বারৈঃ—দ্বার সমন্বিত; স্ফটিক-গোপুরৈঃ—অপূর্বসুন্দর স্ফটিকের দ্বারা রচিত পুরদ্বার; জুষ্টাম্—যুক্ত; বিভক্ত-প্রপথাম্—বহু রাজপথ সমন্বিত; বিশ্বকর্ম-বিনির্মিতাম্—স্বর্গের শিল্পী বিশ্বকর্মার দ্বারা নির্মিত।

অনুবাদ

সেখানকার দরজাগুলি স্বর্ণপট্টের দ্বারা নির্মিত এবং পুরদ্বারগুলি অপূর্ব সুন্দর স্ফটিকের দ্বারা নির্মিত। সেগুলি বিভিন্ন রাজপথের দ্বারা যুক্ত। সেই সমগ্র পুরীটি নির্মাণ করেছিলেন বিশ্বকর্মা।

শ্লোক ১৬

সভাচত্বররথ্যাঢ্যাং বিমানৈর্ন্যবুদৈর্যুতাম্ ।

শৃঙ্গাটকৈর্মণিময়ৈর্বজ্রবিদ্রুমবেদিভিঃ ॥ ১৬ ॥

সভা—সভাগৃহ; চত্বর—অঙ্গন; রথ্য—এবং জনপথ; আঢ্যাম্—ঐশ্বর্যমণ্ডিত; বিমানৈঃ—বিমানের দ্বারা; ন্যবুদৈঃ—দশ কোটির কম নয়; যুতাম্—সমন্বিত; শৃঙ্গ-আটকৈঃ—চতুষ্পথ সমন্বিত; মণিময়ৈঃ—মণিময়; বজ্র—হীরক নির্মিত; বিদ্রুম—এবং প্রবাল; বেদিভিঃ—বেদি সমন্বিত।

অনুবাদ

সেই নগর অঙ্গন, বিস্তৃত পথ, সভাগৃহ এবং কোটি কোটি বিমানে পূর্ণ ছিল। সেখানকার চতুষ্পথগুলি ছিল মণিময়, এবং সেখানে হীরক ও প্রবাল নির্মিত উপবেশনের স্থান ছিল।

শ্লোক ১৭

যত্র নত্যবয়োরূপাঃ শ্যামা বিরজবাসসঃ ।

ভ্রাজন্তে রূপবদনার্যো হ্যর্চির্ভিরিব বহুয়ঃ ॥ ১৭ ॥

যত্র—সেই নগরীতে; নত্য-বয়ঃ-রূপাঃ—নিত্য রূপ এবং যৌবন সমন্বিতা; শ্যামাঃ—শ্যামাগুণ সমন্বিতা; বিরজ-বাসসঃ—নির্মল বসন পরিহিতা; ভ্রাজন্তে—দীপ্তি; রূপবৎ—সুশোভিতা; নার্যঃ—রমণীগণ; হি—নিশ্চিতভাবে; অর্চিভিঃ—অগ্নি শিখার দ্বারা; ইব—সদৃশ; বহুয়ঃ—অগ্নি।

অনুবাদ

নিত্য রূপ এবং যৌবন-সম্পন্ন, নির্মল বসনা, রূপবতী রমণীগণ অগ্নিশিখার মতো দীপ্তিশালিনী হয়ে সেই নগরীতে বিরাজ করতেন। তাঁরা সকলেই ছিলেন শ্যামাগুণ সমন্বিতা।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর শ্যামা রমণীর গুণের ইঙ্গিত দিয়েছেন—

শীতকালে ভবেদুষ্ণ উষ্মকালে সুশীতলাঃ ।

স্তনৌ সুকঠিনৌ যাসাং তাঃ শ্যামাঃ পরিকীর্তিতাঃ ॥

যে রমণীর দেহ শীতকালে উষ্ণ এবং গ্রীষ্মকালে শীতল, এবং যাঁর স্তনদ্বয় সুকঠিন, তাঁকে বলা হয় শ্যামা।

শ্লোক ১৮

সুরস্রীকেশবিভ্রষ্টনবসৌগন্ধিকশ্রজাম্ ।

যত্রামোদমুপাদায় মার্গে আবাহতি মারুতঃ ॥ ১৮ ॥

সুর-স্রী—দেবললনাদের; কেশ—কেশ থেকে; বিভ্রষ্ট—নিপতিত; নব-সৌগন্ধিক—নবীন সুগন্ধী ফুল দিয়ে তৈরি; শ্রজাম্—মালার; যত্র—যেখানে; আমোদম্—সৌরভ; উপাদায়—বহন করে; মার্গে—পথে; আবাহতি—প্রবাহিত হয়; মারুতঃ—বায়ু।

অনুবাদ

সেখানে বায়ু দেবাল্লনাদের কেশ থেকে নিপতিত ফুলের সৌরভ বহন করে পথে প্রবাহিত হয়।

শ্লোক ১৯

হেমজালাক্ষনির্গচ্ছদধূমেনাগুরুগন্ধিনা ।

পাণ্ডুরেণ প্রতিচ্ছন্নমার্গে যাস্তি সুরপ্রিয়াঃ ॥ ১৯ ॥

হেম-জাল-অক্ষ—সোনার জাল নির্মিত গবাক্ষ থেকে; নির্গচ্ছৎ—নির্গত; ধূমেন—ধূমের দ্বারা; অগুরু-গন্ধিনা—অগুরুর সৌরভ; পাণ্ডুরেণ—অত্যন্ত সাদা; প্রতিচ্ছন্ন—আচ্ছাদিত; মার্গে—পথে; যাস্তি—গমন করে; সুর-প্রিয়াঃ—অঙ্গরাগণ।

অনুবাদ

সেখানে অঙ্গরাগণ স্বর্ণময় গবাক্ষ থেকে নির্গত অগুরুর গন্ধযুক্ত সিন্ধু শুভ্র ধূমে আচ্ছাদিত পথে পরিভ্রমণ করেন।

শ্লোক ২০

মুক্তাবিতানৈর্মণিহেমকেতুভি-

র্নানাপতাকাবলভীভিরাবৃতাম্ ।

শিখণ্ডিপারাবতভৃঙ্গনাদিতাং

বৈমানিকস্রীকলগীতমঙ্গলাম্ ॥ ২০ ॥

মুক্তা-বিতানৈঃ—মুক্তা শোভিত চন্দ্রাতপের দ্বারা; মণি-হেম-কেতুভিঃ—মণি ও সুবর্ণময় ধ্বজা সমন্বিত; নানা-পতাকা—নানাবিধ পতাকা সমন্বিত; বলভীভিঃ—প্রাসাদের গম্বুজ সমন্বিত; আবৃতাম্—আবৃত; শিখণ্ডি—ময়ূর; পারাবত—কপোত; ভৃঙ্গ—মধুকর; নাদিতাম্—নিনাদিত; বৈমানিক—বিমানচারিণী; স্ত্রী—রমণীদের; কলগীত—ঐকতান সংগীত; মঙ্গলাম্—মঙ্গলময়।

অনুবাদ

সেই পুরী মুক্তা শোভিত চন্দ্রাতপের দ্বারা সজ্জিত ছিল, এবং সেখানকার প্রাসাদের গম্বুজগুলি মণি ও সুবর্ণময় পতাকা শোভিত ছিল। সেই পুরী সর্বদা ময়ূর, কপোত এবং মধুকরদের গুঞ্জে নিনাদিত, এবং সেখানে বিমানচারিণী সুন্দরী রমণীরা নিরন্তর যে মঙ্গলময় সংগীত গাইতেন তা ছিল অত্যন্ত শ্রুতিমধুর।

শ্লোক ২১

মৃদঙ্গশাঙ্খানকদুন্দুভিস্বনৈঃ

সতালবীণামুরজেষ্টবেণুভিঃ ।

নৃত্যৈঃ সবাদ্যৈরুপদেবগীতকৈ-

মনোরমাং স্বপ্রভয়া জিতপ্রভাম্ ॥ ২১ ॥

মৃদঙ্গ—মৃদঙ্গের; শাঙ্খ—শাঙ্খ; আনক-দুন্দুভি—এবং আনকদুন্দুভির; স্বনৈঃ—শব্দের দ্বারা; স-তাল—সুন্দর তাল সমন্বিত; বীণা—বীণা; মুরজ—মুরজ; ইষ্ট-বেণুভিঃ—বাঁশির সুমধুর নিনাদ সমন্বিত; নৃত্যৈঃ—নৃত্য সহ; স-বাদ্যৈঃ—বাদ্য সহ; উপদেব-গীতকৈঃ—গন্ধর্ব আদি উপদেবতাদের সংগীতে; মনোরমাম্—অতি সুন্দর এবং মনোরম; স্ব-প্রভয়া—তার নিজের দীপ্তির দ্বারা; জিত-প্রভাম্—প্রভাদেবী বা মূর্তিমতী সৌন্দর্যকে পরাভূত করেছিল।

অনুবাদ

সেই পুরী মৃদঙ্গ, শাঙ্খ, আনকদুন্দুভি, বেণু, বীণা আদি সমস্ত বাদ্যযন্ত্র একত্রে বাদিত হওয়ার শব্দে পূর্ণ ছিল। গন্ধর্বদের সংগীতে সেখানে নিরন্তর নৃত্য হত। ইন্দ্রপুরীর সৌন্দর্য সাক্ষাৎ প্রভাদেবীকে পরাভূত করেছিল।

শ্লোক ২২

যাং ন ব্রজন্ত্যধর্মিষ্ঠাঃ খলা ভূতদ্রহঃ শঠাঃ ।

মানিনঃ কামিনো লুন্ধা এভিহীনা ব্রজন্তি যৎ ॥ ২২ ॥

যাম্—সেই নগরীর পথে; ন—না; ব্রজন্তি—প্রবেশ করে; অধর্মিষ্ঠাঃ—অধার্মিক ব্যক্তি; খলাঃ—ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তি; ভূতদ্রহঃ—জীবহিংসক ব্যক্তি; শঠাঃ—প্রতারক; মানিনঃ—দান্তিক; কামিনঃ—কামুক; লুন্ধাঃ—লোভী; এভিঃ—এই সমস্ত; হীনাঃ—সম্পূর্ণরূপে রহিত; ব্রজন্তি—বিচরণ করে; যৎ—সেই পথে।

অনুবাদ

যারা পাপী, খল, জীবহিংসক, শঠ, দান্তিক, কামুক এবং লোভী তারা সেই পুরীতে প্রবেশ করতে পারে না। এই সমস্ত দোষরহিত ব্যক্তিরাই সেখানে বাস করে।

শ্লোক ২৩

তাং দেবধানীং স বরুথিনীপতি-

বহিঃ সমন্তাদ্ রুরুধে প্তন্যয়া ।

আচার্যদত্তং জলজং মহাস্বনং

দক্ষৌ প্রযুঞ্জন্ ভয়মিন্দ্রযোষিতাম্ ॥ ২৩ ॥

তাম্—সেই; দেবধানীম্—যে স্থানে ইন্দ্র বাস করেন; সঃ—তিনি (বলি মহারাজ); বরুথিনী-পতিঃ—সেনাপতি; বহিঃ—বাইরে; সমন্তাৎ—সর্বদিকে; রুরুধে—আক্রমণ করেছিলেন; প্তন্যয়া—সৈনিকদের দ্বারা; আচার্যদত্তম্—গুক্রাচার্য প্রদত্ত; জল-জম্—শঙ্খ; মহা-স্বনম্—মহাশব্দ; দক্ষৌ—বাজিয়েছিলেন; প্রযুঞ্জন্—উৎপাদন করে; ভয়ম্—ভয়; ইন্দ্র-যোষিতাম্—ইন্দ্রপত্নীদের।

অনুবাদ

অসংখ্য সৈনিকদের সেনাপতি বলি মহারাজ তাঁর সৈনিকদের দ্বারা সেই ইন্দ্রপুরীর বাইরে চতুর্দিকে অবরোধ করে আক্রমণ করেছিলেন, এবং ইন্দ্রপত্নীদের ভয় উৎপাদন করে গুক্রাচার্য প্রদত্ত শঙ্খ বাজিয়েছিলেন।

শ্লোক ২৪

মঘবাংস্তমভিপ্রেত্য বলেঃ পরমমুদ্যমম্ ।

সর্বদেবগণোপেতো গুরুমেতদুবাচ হ ॥ ২৪ ॥

মঘবান্—ইন্দ্র; তন্—সেই পরিস্থিতি; অভিপ্রেত্য—বুঝতে পেরে; বলেঃ—বলি মহারাজের; পরমম্ উদ্যমম্—মহা উদ্যম; সর্ব-দেব-গণঃ—সমস্ত দেবতাদের দ্বারা; উপেতঃ—যুক্ত; গুরুম্—শ্রীগুরুদেবকে; এতৎ—এই কথাগুলি; উবাচ—বলেছিলেন; হ—বস্তুতপক্ষে।

অনুবাদ

বলি মহারাজের বিপুল উদ্যম দর্শন করে, দেবরাজ ইন্দ্র দেবগণ সহ তাঁর গুরু বৃহস্পতির কাছে গিয়ে এই কথাগুলি বলেছিলেন।

শ্লোক ২৫

ভগবন্মুদ্যমো ভূয়ান্ বলেনঃ পূর্ববৈরিণঃ ।

অবিষহ্যমিমং মন্যে কেনাসীৎ তেজসোর্জিতঃ ॥ ২৫ ॥

ভগবন্—হে প্রভু; উদ্যমঃ—উদ্যম; ভূয়ান্—মহা; বলেঃ—বলি মহারাজের; নঃ—আমাদের; পূর্ববৈরিণঃ—পূর্বশত্রু; অবিষহ্যম্—অসহ্য; ইমম্—এই; মন্যে—আমি মনে করি; কেন—কার দ্বারা; আসীৎ—পেয়েছিল; তেজসা—শক্তি; উর্জিতঃ—প্রাপ্ত হয়েছে।

অনুবাদ

হে প্রভু, আমাদের পূর্বশত্রু বলি মহারাজ এখন নতুন উদ্যম এবং এমন আশ্চর্যজনক শক্তি প্রাপ্ত হয়েছে যে, আমাদের মনে হয় তার সেই তেজ হয়ত আমরা প্রতিহত করতে পারব না।

শ্লোক ২৬

নৈনং কশ্চিৎ কুতো বাপি প্রতিব্যোদ্ধুমধীশ্বরঃ ।

পিবন্নিব মুখেনেদং লিহন্নিব দিশো দশ ।

দহন্নিব দিশো দৃগ্ভিঃ সংবর্তাঘ্নিরিবোথিতঃ ॥ ২৬ ॥

ন—না; এনম্—এই আয়োজন; কশ্চিৎ—কেউই; কুতঃ—কোথা থেকেও; বা অপি—অথবা; প্রতিব্যোদ্ধুম্—প্রতিকার করতে; অধীশ্বরঃ—সক্ষম; পিবন্ ইব—যেন পান করছে; মুখেন—মুখের দ্বারা; ইদম্—এই (জগৎ); লিহন্ ইব—যেন

লেহন করছে; দিশঃ দশ—দশ দিক; দহন্ ইব—যেন দহন করছে; দিশঃ—সর্বদিক; দৃগ্ভিঃ—চক্ষুর দ্বারা; সংবর্ত-অগ্নিঃ—সংবর্ত নামক অগ্নি; ইব—সদৃশ; উত্থিতঃ—এখন উত্থিত হয়েছে।

অনুবাদ

বলির এই সামরিক আয়োজন কেউই কোথাও প্রতিহত করতে পারবে না। মনে হচ্ছে যেন সে তাঁর মুখের দ্বারা সমগ্র জগৎ পান করছে, জিহ্বার দ্বারা দশ দিক লেহন করছে এবং চক্ষুর দ্বারা সর্বদিক দহন করছে। সে যেন সংবর্তক নামক প্রলয়ান্নির মতো উত্থিত হয়েছে।

শ্লোক ২৭

ক্রহি কারণমেতস্য দুর্ধর্ষত্বস্য মদ্রিপোঃ ।

ওজঃ সহো বলং তেজো যত এতৎসমুদ্যমঃ ॥ ২৭ ॥

ক্রহি—দয়া করে আমাদের বলুন; কারণম্—কারণ; এতস্য—এর; দুর্ধর্ষত্বস্য—দুর্ধর্ষতার; মদ্রিপোঃ—আমার শত্রুর; ওজঃ—তেজ; সহঃ—শক্তি; বলম্—বল; তেজঃ—প্রভাব; যতঃ—কোথা থেকে; এতৎ—এই সমস্ত; সমুদ্যমঃ—প্রয়াস।

অনুবাদ

দয়া করে আমাকে বলুন, বলি মহারাজের শক্তি, প্রয়াস, প্রভাব এবং বিজয়ের কারণ কি? তাঁর এই উদ্যম এল কোথা থেকে?

শ্লোক ২৮

শ্রীগুরুরুবাচ

জানামি মঘবঙ্ধুত্রোরুন্নতেরস্য কারণম্ ।

শিষ্যায়োপভূতং তেজো ভৃগুভির্ব্রহ্মবাদিভিঃ ॥ ২৮ ॥

শ্রী-গুরুঃ উবাচ—বৃহস্পতি বললেন; জানামি—আমি জানি; মঘবন্—হে ইন্দ্র; শত্রোঃ—শত্রুর; উন্নতেঃ—উন্নতির; অস্য—তার; কারণম্—কারণ; শিষ্যায়ঃ—শিষ্যকে; উপভূতম্—প্রদান করেছেন; তেজঃ—শক্তি; ভৃগুভিঃ—ভৃগুর বংশধরগণ; ব্রহ্ম-বাদিভিঃ—অত্যন্ত শক্তিশালী ব্রাহ্মণেরা।

অনুবাদ

দেবগুরু বৃহস্পতি বললেন—হে ইন্দ্র, তোমার শত্রু কিভাবে এত শক্তিশালী হয়েছে তা আমি জানি। ভৃগুবংশীয় ব্রাহ্মণেরা তাঁদের শিষ্য বলি মহারাজের প্রতি প্রসন্ন হয়ে তাকে এই অসাধারণ শক্তি প্রদান করেছেন।

তাৎপর্য

দেবগুরু বৃহস্পতি ইন্দ্রকে বলেছিলেন, “সাধারণত বলি এবং তাঁর সৈন্যদের পক্ষে এই প্রকার শক্তি লাভ করার কথা নয়, কিন্তু মনে হচ্ছে ভৃগু মুনির বংশধর ব্রাহ্মণেরা বলি মহারাজের প্রতি প্রসন্ন হয়ে তাঁকে আধ্যাত্মিক শক্তি প্রদান করেছেন।” অর্থাৎ, বৃহস্পতি ইন্দ্রকে বলেছিলেন যে, বলি মহারাজের সেই শক্তি তাঁর শক্তি ছিল না, তা ছিল তাঁর মহান গুরু শুক্রাচার্যের। আমাদের দৈনন্দিন প্রার্থনায় আমরা গাই, *যস্য প্রসাদাদ্ ভগবৎপ্রসাদো যস্যাপ্রসাদান্ গতিঃ কুতোহপি।* শ্রীগুরুদেবের প্রসন্নতার ফলে অসাধারণ শক্তি লাভ করা যায়, বিশেষ করে আধ্যাত্মিক উন্নতির ক্ষেত্রে। শ্রীগুরুদেবের আশীর্বাদ ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার থেকে অধিক শক্তিশালী। শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর তাই গেয়েছেন—

গুরুমুখপদ্মবাক্য,

চিন্তেতে করিয়া ঐক্য,

আর না করিহ মনে আশা ।

বিশেষ করে আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের জন্য শ্রীগুরুদেবের আদেশ পালন করা উচিত। এই পরম্পরার ধারায় ভগবান থেকে উদ্ভূত মূল আধ্যাত্মিক শক্তি প্রাপ্ত হওয়া যায় (এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ)।

শ্লোক ২৯

ওজস্বিনং বলিং জেতুং ন সমর্থোহস্তি কশ্চন ।

ভবদ্বিধো ভবান্ বাপি বর্জয়িত্ত্বেশ্বরং হরিম্ ।

বিজেম্যতি ন কোহপ্যেনং ব্রহ্মতেজঃসমেধিতম্ ।

নাস্য শত্রুঃ পুরঃ স্হাতুং কৃতান্তস্য যথা জনাঃ ॥ ২৯ ॥

ওজস্বিনম্—এতই শক্তিশালী; বলিম্—বলি মহারাজকে; জেতুম্—জয় করতে; ন—না; সমর্থঃ—সক্ষম; অস্তি—হয়; কশ্চন—কেউ; ভবদ্বিধঃ—তোমার মতো; ভবান্—তুমি স্বয়ং; বা অপি—অথবা; বর্জয়িত্বা—ব্যতীত; ঈশ্বরম্—পরম নিয়ন্তা;

হরিম্—ভগবান; বিজেয্যতি—জয় করবে; ন—না; কঃ অপি—কেউ; এনম্—তাকে (বলি মহারাজকে); ব্রহ্ম-তেজঃ-সমেধিতম্—ব্রহ্মতেজ সমধিত; ন—না; অস্য—তঁার; শক্তঃ—সক্ষম; পুরঃ—সম্মুখে; স্থাতুম্—থাকতে; কৃত-অন্তস্য—যম-রাজের; যথা—যেমন; জনাঃ—ব্যক্তি।

অনুবাদ

তুমি অথবা তোমার নিজ জনেরা কেউই পরম শক্তিমান বলিকে জয় করতে পারবে না। প্রকৃতপক্ষে, ভগবান ছাড়া কেউই তাকে জয় করতে পারবে না, কারণ সে এখন ব্রহ্মতেজ সমধিত হয়েছে। কেউই যেমন যমরাজের সম্মুখে অবস্থান করতে পারে না, তেমনই কেউই এখন বলি মহারাজের সম্মুখে দাঁড়াতে পারবে না।

শ্লোক ৩০

তস্মান্নিলয়মুৎসৃজ্য যুয়ং সৰ্বে ত্রিবিষ্টপম্ ।

যাত কালং প্রতীক্ষন্তো যতঃ শত্রোৰ্বিপৰ্যয়ঃ ॥ ৩০ ॥

তস্মাৎ—অতএব; নিলয়ম্—অদৃশ্য; উৎসৃজ্য—পরিত্যাগ করে; যুয়ম্—তোমরা; সৰ্বে—সকলে; ত্রি-বিষ্টপম্—স্বর্গলোক; যাত—অন্য কোথাও যাও; কালম্—সময়; প্রতীক্ষন্তঃ—প্রতীক্ষা করে; যতঃ—যার দ্বারা; শত্রোঃ—তোমাদের শত্রুর; বিপর্যয়ঃ—বিপরীত অবস্থা আগত হয়।

অনুবাদ

অতএব, যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমাদের এই শত্রুর বিপর্যয় না হয়, ততক্ষণ তোমরা সকলে স্বর্গলোক ত্যাগ করে অন্য কোথাও গিয়ে থাক, যেখানে তোমাদের কেউ দেখতে পাবে না।

শ্লোক ৩১

এষ বিপ্রবলোদর্কঃ সম্প্রত্যুর্জিতবিক্রমঃ ।

তেষামেবাপমানেন সানুবন্ধো বিনিক্ষ্যতি ॥ ৩১ ॥

এষঃ—এই (বলি মহারাজ); বিপ্র-বল-উদর্কঃ—ব্রাহ্মণের বলে বর্ধিত হয়ে; সম্প্রতি—এখন; উর্জিত-বিক্রমঃ—অত্যন্ত পরাক্রমশালী; তেষাম্—সেই ব্রাহ্মণদের;

এব—বস্তুতপক্ষে; অপমানেন—অপমান করার ফলে; স-অনুবন্ধঃ—বন্ধুবান্ধব এবং সহকারীগণ সহ; বিনশ্ক্ষ্যতি—বিনষ্ট হবে।

অনুবাদ

সম্প্রতি বলি মহারাজ ব্রাহ্মণদের আশীর্বাদের ফলে অত্যন্ত পরাক্রমশালী হয়ে উঠেছে, কিন্তু পরে সে যখন সেই ব্রাহ্মণদের অপমান করবে, তখন সে সগণে বিনষ্ট হবে।

তাৎপর্য

বলি মহারাজ এবং ইন্দ্র পরস্পরের শত্রু ছিলেন। তাই, দেবগুরু বৃহস্পতি যখন ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, বলি মহারাজ যে ব্রাহ্মণদের কৃপায় এত পরাক্রমশালী হয়েছেন তাঁদেরই অপমান করার ফলে তিনি বিনষ্ট হবেন, তখন বলি মহারাজের শত্রুরা কখন সেই শুভক্ষণ আসবে তা জানবার জন্য স্বাভাবিকভাবেই উৎকণ্ঠিত হয়েছিলেন। ইন্দ্রকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য বৃহস্পতি তাঁকে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, সেই সময় অবশ্যই আসবে। কারণ বৃহস্পতি দেখতে পেয়েছিলেন যে, ভবিষ্যতে বলি মহারাজ ভগবান শ্রীবামনদেবের প্রসন্নতা বিধানের জন্য শুক্রাচার্যের আদেশ অমান্য করবেন। কৃষ্ণভক্তিতে উন্নতি সাধনের জন্য অবশ্য সব রকমের ঝুঁকিই নেওয়া যায়। বামনদেবের প্রসন্নতা বিধানের জন্য বলি মহারাজ তাঁর গুরু শুক্রাচার্যের আদেশ অমান্য করার ঝুঁকি নিয়েছিলেন। তার ফলে তাঁকে তাঁর সমস্ত সম্পদ হারাতে হয়েছিল, কিন্তু ভগবানের সেবা করার ফলে তাঁর আশাশীত সম্পদ লাভ হয়েছিল, এবং সেই জন্য ভবিষ্যতে অষ্টম মন্বন্তরে তিনি পুনরায় ইন্দ্রের সিংহাসন প্রাপ্ত হবেন।

শ্লোক ৩২

এবং সুমন্তিতার্থান্তে গুরুণার্থানুদর্শিনা ।

হিত্বা ত্রিবিষ্টপং জগ্মুর্গীর্বাণাঃ কামরূপিণঃ ॥ ৩২ ॥

এবম্—এইভাবে; সুমন্তিত—সব উপদেশ প্রাপ্ত হয়ে; অর্থঃ—কর্তব্য সম্বন্ধে; তে—তাঁরা (দেবতারা); গুরুণা—তাঁদের গুরুদেবের দ্বারা; অর্থ-অনুদর্শিনা—উপযুক্ত উপদেশ; হিত্বা—ত্যাগ করে; ত্রি-বিষ্টপম্—স্বর্গলোক; জগ্মুঃ—গিয়েছিলেন; গীর্বাণাঃ—দেবতারা; কাম-রূপিণঃ—যাঁরা তাঁদের ইচ্ছা অনুসারে যে কোন রূপ ধারণ করতে পারেন।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—দেবতারা তৎক্ষণাৎ বৃহস্পতির সেই কল্যাণকর উপদেশ গ্রহণ করেছিলেন, এবং তাঁদের ইচ্ছা অনুসারে রূপ ধারণ করে, দৈত্যদের অলক্ষ্যে স্বর্গলোক ত্যাগ করেছিলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে কামরূপিণঃ শব্দটি ইঙ্গিত করে যে, দেবতারা তাঁদের ইচ্ছা অনুসারে যে কোন রূপ ধারণ করতে পারেন। তাই তাঁদের পক্ষে অসুরদের চোখের সামনে অজ্ঞাতরূপে থাকা একটুও কঠিন ছিল না।

শ্লোক ৩৩

দেবেষুথ নিলীনেষু বলিবৈরোচনঃ পুরীম্ ।

দেবধানীমধিষ্ঠায় বশং নিন্যে জগদ্রয়ম্ ॥ ৩৩ ॥

দেবেষু—সমস্ত দেবতারা; অথ—এইভাবে; নিলীনেষু—তাঁরা যখন অন্তর্হিত হয়েছিলেন; বলিঃ—বলি মহারাজ; বৈরোচনঃ—বিরোচনের পুত্র; পুরীম্—স্বর্গলোক; দেবধানীম্—দেবতাদের বাসস্থান; অধিষ্ঠায়—অধিকার করে; বশম্—নিয়ন্ত্রণাধীন; নিন্যে—আনয়ন করেছিলেন; জগৎ-ত্রয়ম্—ত্রিভুবন।

অনুবাদ

দেবতারা অন্তর্হিত হলে, বিরোচনের পুত্র বলি মহারাজ ইন্দ্রপুরীতে অধিষ্ঠিত হয়ে ত্রিভুবন বশীভূত করেছিলেন।

শ্লোক ৩৪

তং বিশ্বজয়িনং শিষ্যং ভৃগবঃ শিষ্যবৎসলাঃ ।

শতেন হয়মেধানামনুব্রতমযাজয়ন্ ॥ ৩৪ ॥

তম্—তাকে (বলি মহারাজকে); বিশ্ব-জয়িনম্—সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের বিজেতা; শিষ্যম্—যেহেতু তিনি তাঁর শিষ্য ছিলেন; ভৃগবঃ—শুক্রাচার্য আদি ভৃগুবংশধর ব্রাহ্মণগণ; শিষ্য-বৎসলাঃ—তাঁর শিষ্যের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে; শতেন—এক শত; হয়-মেধানাম্—অশ্বমেধ যজ্ঞ; অনুব্রতম্—ব্রাহ্মণদের নির্দেশ অনুসারে; অযাজয়ন্—অনুষ্ঠান করিয়েছিলেন।

অনুবাদ

ভৃগুবংশীয় ব্রাহ্মণেরা তাঁদের বিশ্ববিজয়ী শিষ্যের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে, তাঁর দ্বারা শত অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়েছিলেন।

তাৎপর্য

পৃথু মহারাজের সঙ্গে ইন্দ্রের কলহে আমরা দেখেছি যে, পৃথু মহারাজ যখন শত অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করতে চেয়েছিলেন, তখন ইন্দ্র তাঁকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন, কারণ এই প্রকার মহান যজ্ঞ অনুষ্ঠানের ফলে পুরন্দর স্বর্গের রাজা হয়েছিলেন। এইখানে ভৃগুবংশীয় ব্রাহ্মণেরা স্থির করেছিলেন যে, মহারাজ বলি যদিও ইন্দ্রের সিংহাসন লাভ করেছেন, তবুও এই প্রকার যজ্ঞ অনুষ্ঠান না করলে তিনি সেই পদে আসীন থাকতে পারবেন না। তাই তাঁরা বলি মহারাজকে উপদেশ দিয়েছিলেন, ইন্দ্র যতগুলি অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছিলেন, তিনি যেন অস্তুত ততগুলি যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন। অযাজয়ন্ শব্দটি ইঙ্গিত করে যে, সমস্ত ব্রাহ্মণেরা বলি মহারাজকে এই প্রকার যজ্ঞ অনুষ্ঠান করতে অনুপ্রাণিত করেছিলেন।

শ্লোক ৩৫

ততস্তদনুভাবেন ভুবনত্রয়বিশ্রুতাম্ ।

কীর্তিং দিক্ষু বিতন্ধানঃ স রেজ উড়ুরাড়িব ॥ ৩৫ ॥

ততঃ—তারপর; তৎ-অনুভাবেন—এই প্রকার মহান যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার ফলে; ভুবন-ত্রয়—ত্রিভুবন জুড়ে; বিশ্রুতাম্—বিখ্যাত; কীর্তি—কীর্তি; দিক্ষু—সর্বদিকে; বিতন্ধানঃ—বিস্তার করে; সঃ—তিনি (বলি মহারাজ); রেজে—দীপ্তিশালী হয়েছিলেন; উড়ুরাট্—চন্দ্র; ইব—সদৃশ।

অনুবাদ

সেই সমস্ত যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার ফলে বলি মহারাজের কীর্তি ত্রিভুবনের সর্বত্র বিস্তৃত হয়েছিল। তার ফলে তিনি তাঁর পদে চন্দ্রের মতো উজ্জ্বলভাবে শোভা পাচ্ছিলেন।

শ্লোক ৩৬

বুভুজে চ শ্রিয়ং স্বদ্ধাং দ্বিজদেবোপলব্ধিতাম্ ।

কৃতকৃত্যমিবাআনং মন্যমানো মহামনাঃ ॥ ৩৬ ॥

বুভুজে—ভোগ করেছিলেন; চ—ও; শ্রিয়ম্—ঐশ্বর্য; সু-ঋদ্ধাম্—সমৃদ্ধি; দ্বিজ—ব্রাহ্মণদের; দেব—দেবতাদের মতো; উপলব্ধিতাম্—অনুগ্রহের ফলে লব্ধ; কৃত-কৃত্যম্—তাঁর কার্যকলাপের দ্বারা অত্যন্ত সমৃদ্ধ; ইব—সদৃশ; আত্মানম্—স্বয়ং; মন্যমানঃ—মনে করেছিলেন; মহা-মনাঃ—মহান মন যাঁর।

অনুবাদ

ব্রাহ্মণদের অনুগ্রহে মহাত্মা বলি মহারাজ নিজেকে কৃতার্থ মনে করেছিলেন, এবং অত্যন্ত ঐশ্বর্য ও সমৃদ্ধি লাভ করে রাজ্য ভোগ করতে লাগলেন।

তাৎপর্য

ব্রাহ্মণদের বলা হয় দ্বিজদেব, এবং ক্ষত্রিয়দের সাধারণত বলা হয় নরদেব। দেব শব্দটি প্রকৃতপক্ষে ভগবানকে ইঙ্গিত করে। ব্রাহ্মণেরা মানুষদের ভগবান শ্রীবিষ্ণুর প্রসন্নতা বিধান করার মাধ্যমে সুখী হওয়ার পন্থা প্রদর্শন করেন, এবং ব্রাহ্মণদের নির্দেশ অনুসারে ক্ষত্রিয়েরা, যাঁদের বলা হয় নরদেব, বৈদিক নির্দেশ অনুসারে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখেন, যাতে বৈশ্য, শূদ্র আদি অন্যান্য বর্ণের মানুষেরা শাস্ত্রবিধি যথাযথভাবে অনুসরণ করতে পারে। এইভাবে মানুষ ক্রমশ কৃষ্ণভক্তিতে উন্নতি লাভ করে।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টম স্কন্ধের বলি মহারাজের স্বর্গলোক জয়' নামক পঞ্চদশ অধ্যায়ের ভক্তিবাদান্ত তাৎপর্য।